21

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 26 NOV 1998 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪......

অসহায় এক শিক্ষক পরিবারকে বাঁচান

ফজলুল বারী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জাতির এক শিক্ষক, তাঁর পরিজনের জীবন যন্ত্রণার কান্নার বিষয় এই প্রতিবেদনের সারকথা। না, কোন অর্থ সাহায্যের আবেদন নয়, এই পরিবারটি ভয়াল এক সন্ত্রাসীচক্রের প্রসারিত থাবা থেকে বাঁচতে আপনার জরুরী হস্তক্ষেপ চায়। এই শিক্ষক ব্যক্তিটির পিএইচডি'র থিসিস লেখার জন্য এখন একটি নিরুপদ্রব পরিবেশ প্রয়োজন। কিন্তু বেসামাল সন্ত্রাসীরা দখলের আক্রোশে তাঁর বাড়ির পানি, বিদ্যুত, গ্যাস সংযোগ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। যে কোন মুহূর্তে প্রাণঘাতী হামলার আশঙ্কায় পরিবারটি এখন তটস্থ দিন কাটাচ্ছে। থানা পুলিশকে বার বার জানিয়েও কোন প্রতিকার পাওয়া যাচ্ছে না। আদালত থেকে ঘটনা তদন্ত করে রিপোর্ট দেবার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে তারা নিরুত্তর আছেন। এমনকি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েও এই পরিবারটিকে রক্ষায় তাঁর পুলিশ বাহিনীকে সক্রিয় করতে পারেননি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, অত্যন্ত বিনয়ী-লাজুক প্রকৃতির এই শিক্ষক আপনার দফতর পর্যন্ত পৌঁছবার চ্যানেল নেই। বড়জোর তিনি পত্রিকা অফিস পর্যন্তই এসে অসহায় একজন মানুষের মতো চোখের জল ফেলতে পারেন। তিনি জনকণ্ঠ অফিসে এসেছিলেন। তাঁর কান্না আমাদের স্পর্শ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সন্ত্রাসের কাছে অসহায় এই ব্যক্তিটির পরিজন নিয়ে দুর্বিষহ অবস্থার বর্ণনা যদি আপনি সরাসরি শুনতেন, আপনিও বিচলিত না হয়ে পারতেন না।

অসহায় এই ব্যক্তিটির নাম আব্দুল হক তালুকদার। তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সহকারী অধ্যাপক। তাঁর লেখা চারটি বই উচ্চ মাধ্যমিক থেকে মাস্টার্স শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয়। বর্তমানে তিনি পিএইচডি থিসিস লেখার শেষ পর্যায়ের কাজ করছেন। জনাব আব্দুল হক তালুকদার গত ৭ বছর ধরে একটি বাড়িতে (বাড়ি-২১/বি, রোড-২; কল্যাণপুর, ঢাকা-১২০৭) বৈধ ভাড়াটিয়া হিসাবে যথানিয়মে বাড়িভাড়া, আনুষঙ্গিক বিল পরিশোধ করে বসবাস করে আসছেন। বাড়ির মূল মালিক বসবাস করছেন বিদেশে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সিএমএস আদালত এবং মিরপুর থানায় দায়েরকৃত অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেছেন গত জুলাই থেকে পার্শ্ববর্তী এক ভাড়াটিয়া অপর এক সহযোগীসহ অস্ত্রের মুখে তাঁকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে বাড়িটির দখল নেয়ার অপচেষ্টা করছে। গণপূর্ত বিভাগের একজন ইউডি ক্লার্ক এই অপতৎপরতার নাটের গুরু। সাধারণ ইউডি ক্লার্ক হলেও পার্শ্ববর্তী বাড়িতে তিনি মাসিক ৬ হাজার টাকা ভাড়ায় থাকেন। এ বছরের প্রথম দিকে এই ব্যক্তিকে তাঁকে বাড়ির মালিকের বিদেশ থাকার সুযোগে বাড়িটি হাতিয়ে নেয়ার অসাধু একটি প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবে ছিল ইউডি ক্লার্ককে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করলে তিনি আব্দুল হক তালুকদারকে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে বাড়িটি পাইয়ে দেবেন। তার অসাধু প্রস্তাবটিতে রাজি না হওয়ায় তিনি সন্ত্রাসীদের সাহায্যে তাঁকে উচ্ছেদের জন্য একের পর এক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। জুলাই মাসে চার দফায় তাঁকে উচ্ছেদের চেষ্টা করা হয়। সন্ত্রাসীরা প্রতিবারে গুলিবর্ষণ, বোমাবাজি করে গেট ভেঙ্গে বাড়ির ভিতর ঢোকার অপচেষ্টা করে। এর মাঝে কয়েকবার তারা বাড়ির বাইরে তালাও দিয়েছে। আব্দুল হক তালুকদার জনকণ্ঠকে বলেছেন, তিনি এ পর্যন্ত এ ব্যাপারে পর পর তিনটি ডায়েরি করেছেন মিরপুর থানায়।

প্রধানমন্ত্রী সমীপে

তিনি স্থানীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদকে ঘটনা সবিস্তার জানিয়েছেন। তিনি তাঁর স্ত্রী, শিশুকন্যা ও নিজের জীবনের নিরাপত্তা বিধানের জন্য ঢাকার সিএমএম কোর্টে আবেদন করেছেন, যা বর্তমানে তদন্তাধীন আছে। এসব কিছুকে অবজ্ঞা করে সন্ত্রাসীরা তাঁকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদের চেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছে। গত ৬ নবেম্বর তাঁর বাড়ির গ্যাস, বিদ্যুত, পানির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। এরপর থেকে পরিবার পরিজন নিয়ে তিনি দুর্বিষহ জীবনযাপন করছেন। গত ৮ নবেম্বর তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে দেখা করে তাঁর সন্ত্রস্ত, অসহায় জীবনের কথা জানান। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেদিনই ঘটনা তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ডিএমপি'র কমিশনারকে নির্দেশ দেন। তার পরও তাঁর অসহায়ত্বের অবসান হয়নি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাসের থাবায় অসহায় এই শিক্ষক ব্যক্তিটি সাহায্যের আশায় সম্প্রতি জনকণ্ঠ অফিসে এসেছিলেন। অসহায়ত্বের কথা বলতে গিয়ে তিনি শিশুর মতোই শুধু কেঁদেছেন। থানা পুলিশ থেকে কোন সাহায্যই তিনি পাচ্ছেন না। সন্ত্রাসীরা বলে বেড়াচ্ছে পুলিশ তাদের পক্ষে আছে। কোন সাহায্যই তিনি পাবেন না। তাঁর আশঙ্কা সন্ত্রাসীরা যে কোন সময় তাঁর ও তাঁর পরিবারের ওপর আবারও সশস্ত্র হামলা চালিয়ে তাঁদের জীবননাশ করতে পারে। তিনি আর আইনের কোন পক্ষ থেকেই ভরসা পাচ্ছেন না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এই শিক্ষক পরিবারের ধারণা, তাঁদের ভরসা এখন আপনিই। আপনিই তাঁদের রক্ষা করতে পারেন অনিশ্চয়তার হাত থেকে, দিতে পারেন শান্তিতে বেঁচে থাকার অবলম্বন।